ভোট দেয়া আপনার নাগরিক অধিকার।
আপনার অধিকার রক্ষার ভার আপনারই।

আপনার অধিকার গুলো আপনার জানা দরকারঃ আপনার বয়স কি ১৮ বা বেশী? আপনি কি আমেরিকার নাগরিক? যদি তাই হয় তবে ভোট দেয়া আপনার নাগরিক দায়িত্ব ও অধিকার। নীচের ১০টা সহজ বিষয়ে দৃষ্টি রেখে আপনার এই দায়িত্বটি পালন করুন।

১. **ভোটার রেজিষ্ট্রেশন**ঃ অক্টোবর মাসের মধ্যেই ভোটার হিসাবে রেজিষ্ট্রেশন করবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অনলাইনে www.voteforchange.com রেজিষ্ট্রেশন করুন।

২. **আপনার ঠিকানা কি পরিবর্তন হয়েছে**ঃ নিকটবর্তী ভোটার রেজিষ্ট্রেশন আফিসে ফোন করে আপনার নাম ও ঠিকানা সঠিক মত নথিবদ্ধ হয়েছে কি না জেনে নিন। যদি ঠিকানা অথবা নাম ইত্যাদির পরিবর্তন হয় তবে আতি সত্বর সঠিক নথিবদ্ধ শুদ্ধ করবেন। আপনি যদি বেশ কয়েক বছর ভোট না দিয়ে থাকেন তবে নিকটবর্তী ভোটার রেজিষ্ট্রেশন আফিসে ফোন করে আপনার নাম ও ঠিকানা এখনো সঠিক মত নথিবদ্ধ রয়েছে কি না জেনে নিন।

৩. **যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভোট দিন**ঃ কোন কোন স্টেট এ অগ্রিম ভোটের ব্যবস্হা আছে অথবা ডাক যোগে ভোট পাঠানো যায়। আপনার যদি সে সুবিধা থাকে তবে তার সুযোগ নিন ও ভোটের দিন অন্যদের সাহায্য করুন।

৪. **আপনার ভোট কেন্দ্রটি কোথায়**ঃ ইলেকশন অফিসে ফোন করে আপনার ভোট কেন্দ্রের ঠিকানা জেনে নিন। সঠিক ভোট কেন্দ্রে ভোট না দিলে আপনার ভোট গ্রহন নাও হতে পারে।

৫. **পরিচয় পত্র সাথে নিয়ে ভোট কেন্দ্রে যাবেন**ঃ আগেই জেনে নিন কি ধরনের পরিচয় পত্রের দরকার হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে ড্রাইভার লাইসেন্স, ফোন বিল, ইলেকট্রিক বিল, পে চেক্‌এর কপি ইত্যাদির দরকার হতে পারে। পরিচয় পত্রে আপনার সঠিক নাম ও ঠিকানা থাকা দরকার। সরকারি পরিচয় পত্র সব জায়গায় গ্রহনযোগ্য।

৬. **পরিবার ও বন্ধু নিয়ে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারেন**ঃ পরিবার ও বন্ধু নিয়ে ভোট কেন্দে যাওয়ার অনুমতি আছে যদি দোভাষীর দরকার হয়।

৭. **ভোট ব্যালটে ভুল**ঃ যদি ভোট ব্যালটে ভুল করেন তবে নতুন ব্যালট পেপার চেয়ে নিন।

৮. **ভোট না দিয়ে ফিরে যাবেন না**ঃ যদি ভোট কেন্দ্রে যেতে দেরী হয় এবং লাইনে দাঁড়াতে হয় তবুও ভোট না দিয়ে ফিরে যাবেন না কারণ এটা আপনার নাগরিক অধিকার।

৯. **প্রবিশনাল ব্যালট**ঃ যদি আপনার রেজিষ্ট্রেশনে কোন সমস্যা থাকে অথবা আপনার নাম ভোটার লিষ্টে না থাকে তবে হয়ত আপনাকে একখানা প্রবিশনাল ব্যালট দেওয়া হবে। সেই অবস্হায় প্রথমেই জেনে নেবেন আপনি সঠিক ভোট কেন্দ্রে আছেন কি না। যদি আপনি সঠিক ভোট কেন্দ্রে থাকেন ও আর কোন উপায় না থাকে তবে প্রবিশনাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিন।

১০. কোন অবস্হাতেই আপনার ভোট দানের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হবেনা। আপনি আপনার দেশের অথবা ধর্মীয় পোশাক যেমন শাড়ী, টুপি, পাগড়ী, হিজাব ইত্যাদি পরে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারেন। আপনি ওবামার নির্বাচনী প্রচারের গেঞ্জি আথবা বোতাম পরেও ভোট কেন্দ্রে যেতে পারেন। কেউ আপনাকে বাধা দিবেনা, তবে বিভিন্ন স্টেটএ বিভিন্ন নিয়ম। আপনাকে হয়ত একটা জেকেট পরে ভোট কেন্দ্রে ধুকতে বলা হতে পারে।

ওবামা ফোর আমেরিকার সৌজন্যে